POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا

আল্লাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 47

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

19 নভেম্বর, 2020 ● 3 রবিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর একটি আশিসময় দোয়া
যদি আল্লাহ্ তা'লা দান করেন, তবে তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

হযরত মুগাইরা বিন শোয়াবা (রা.) এর লিপিকার ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুগাইরা বিন শায়াবা আমাকে একটি চিঠি লেখান যা হযরত মুয়াবিয়ার নামে ছিল যাতে বলা হয়েছিল, নবী করীম (সা.) ফরজ নামাযের পর বলতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোনও শরিক নেই, সব কিছুতে তাঁরই রাজত্ব। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! যদি তুমি দান কর, তবে কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না। তোমার মোকাবেলায় কোনও সামর্থবানের সামর্থ কোনও কাজে আসবে না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

****

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৬ অক্টোবর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

ধন্য সেই ব্যক্তি যে পরকালের উপর দৃষ্টি রাখে।
পরকালের প্রতি দৃষ্টি রেখে মন্দকর্ম থেকে প্রায়ঃশ্চিত্ত করা মানুষের জন্য আবশ্যক।
কেননা, প্রকৃত আনন্দ এবং সত্যিকার সুখ এর মাঝে নিহিত।
সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে আযাব আসার পূর্বেই চিন্তা করে আর সেই ব্যক্তি দূরদর্শী যে বিপদ আসার পূর্বে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি লক্ষ্য করছি যে যে দুর্যোগের পর দুর্যোগ আর চতুর্দিকে বিপদের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখনও পর্যন্ত পাষাণ হৃদয় হয়ে আছে আর অহংকার ও দাম্ভিকতা অব্যাহত রেখেছে। নির্বোধরা কতদিন এই উদাসীনতায় কাটাবে? লোকেরা যতদিন পর্যন্ত না নিজেদের একগুঁয়েমি ত্যাগ করে, অপকর্ম থেকে বিরত হয় এবং খোদা তা'লার সঙ্গে মিলন সাধন করে, ততদিন এই দুর্যোগ ও বিপদাপদ দূর হওয়ার নয়। আমি দেখেছি এবং অনেক চিন্তাভাবনা করেছি যে, দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে মানুষ এই দুর্দশাকে মোটেই অনুভব করে নি। মদের আসরগুলি সেভাবেই কোলাহলপূর্ণ ছিল, ব্যাভিচারী ও লম্পটদের কীর্তিকলাপ অবাধে চলছিল। পূর্বে মক্কা বা মদিনার নামে কোনও ফরমান এলে মানুষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ত আর মসজিদগুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এখন ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতা সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আল্লাহই কৃপা করুন।

সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে আযাব আসার পূর্বেই চিন্তা করে আর সেই ব্যক্তি দূরদর্শী যে বিপদ আসার পূর্বে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়।

পরকালের প্রতি দৃষ্টি রেখে মন্দকর্ম থেকে প্রায়ঃশ্চিত্ত করা মানুষের জন্য আবশ্যক। কেননা, প্রকৃত আনন্দ এবং সত্যিকার সুখ এর মাঝে নিহিত। এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, কোনও ব্যাভিচার এবং পাপাচার মানুষকে এক মুহূর্তের জন্য সত্যিকার আনন্দ দিতে পারে না। ব্যাভিচারী, লম্পট সর্বক্ষণ নিজেদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকে। তবে সে নিজের কুকর্মের মধ্যে কিভাবে সুখের উপকরণ খুঁজে পাবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে পরকালের উপর দৃষ্টি রাখে।

সেই সব জাতির পরিণাম লক্ষ্য করে দেখ, যাদের উপর মাঝে মধ্যেই আযাব অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য এটি সুনিশ্চিত করা আবশ্যক যে, যদি পাষাণ হৃদয় হয় তবে তাকে ভর্ৎসনা দ্বারা অনুনয় বিনয়ের শিক্ষা দিক, কাঁদতে না জানলে চেহারা কান্নাভাব নিয়ে আসুক। হয়তো নিজে থেকে অশ্রু বেরিয়েও আসতে পারে!

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২১-২২২)

আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক।

যেমন পিঁয়াজ খাওয়া হালাল, কিন্তু মসজিদে পিঁয়াজ খেয়ে যাওয়া নিষেধ। কেননা,সেখানে তার মুখের দুর্গন্ধে লোকের অসুবিধা হয়। অনুরূপভাবে সবুজ , লাল বা হলুদ রঙের কাপড় পরা বৈধ। কিন্তু কারো বন্ধু যদি বলে, এই হলুদ রঙের কাপড় নাও , তবে সে বলবে হলুদ রঙ তার পছন্দ নয়। কেননা তার কাছে সেই বস্তু হালাল বা বৈধ যা তার পছন্দসই এবং রুচিবোধ সম্মত। খাদ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হল হালাল এবং পবিত্র বস্তু আহার কর। কিন্তু অনেকে বেগুন খায় না,অনেকে কুমড়ো পছন্দ করে না। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা কেন বেগুন খায় না, তবে তারা উত্তর দেয়, পছন্দ নয়। অপর জনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে কেন কুমড়ো খায় না, সেই বলে তার স্ত্রী এটি খেতে ভালবাসে না। অনুরূপভাবে যারা বাড়ি তৈরী করে, তারা নিজেদের রুচি ও পছন্দ অনুসারে বাড়ি তৈরী করে। কেউ একতলা বাড়ি বানায় আবার কেউ দুতলা আবার তিনতলা বাড়ি বানায়। কেউ বাড়িতে বাগান ভালবাসে, কেউ আবার বাগানহীন বাড়িই ভালবাসে। এই সব কিছুই বৈধ, কিন্তু সবগুলি বাস্তবায়িত করে না। যার অর্থ, হালাল তথা বৈধ বিষয়ের বাস্তবায়ন আবশ্যক নয়। কিন্তু যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে, তখন সে বলে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ আর কোনও কিছু চিন্তা না করেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া হয়।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন, ভারতে যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে তারা আর আমরা সকলেই এক দেশের অধিবাসী। কাজেই আমাদের সকলকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের এই নীতি অনুসরণ করতে হবে যেখানে কেউ কারো ধর্মের বিরুদ্ধে বলবে না আর প্রত্যেক ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তিনি হিন্দুদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা যদি আমাদের নবী করীম (সা.) কে গালমন্দ না করেন, তবে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব। গাই আমাদের জন্য বৈধ হলেও আপনাদের কারণে গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকব কিম্বা আপনাদের সামনে প্রকাশ্যে ভক্ষণ করব না। আমাদের সকলের উচিত একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, একে অপরের ঐতিহ্যকে সম্মান করা।

হুযুর আনোয়ার (আ.) বলেন, আমরা সমস্ত দিক থেকে সহযোগিতা করে থাকি। আজও কাদিয়ানে, ভারতে হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা আমাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তারা আমাদের সম্মান করেন, আর আমরাও তাদের সম্মান করি। এখন তারা বলেন, আহমদীদের কাছ থেকেই আমরা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

একটি প্রশ্ন করা হয় যে, ধর্ম সম্পর্কে যেভাবে এখানে স্কুলে সুপরিকল্পিতভাবে ইব্রাহিমি ধর্ম শেখানো হয়, এমনটি কি পাকিস্তানে সম্ভব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে চরমপন্থীদের হাত থেকে যদি দেশকে রক্ষা করার যোগ্যতা আপনার থাকে তবেই সম্ভব, অন্যথায় নয়। বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধই মিটতে চায় না। সৌদি আরবে সালাফী ও ওয়াহাবিরা বলে, আমরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, আমরা শ্রেষ্ঠ। পাকিস্তানে প্রত্যেক ফির্কা অপর ফির্কার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে। তাই সেদেশে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে যাতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে সে চেষ্টা আমাদেরকে অবশ্যই করা উচিত।

এক অধ্যাপিকা প্রশ্ন করেন, জার্মানীতে আপনাদের সম্প্রদায় বেশ সক্রিয়। এখন সেখানে আপনাদের পরিকল্পনা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা তো সেদেশেও আর সারা পৃথিবীতেও ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে চাই। আমরা একটি প্রচারক সংগঠন। আফ্রিকায় আমাদের জনকল্যাণমূলক কাজ অনেক বেশি হয় আর এখানে জার্মানীতে কম। কুরআন করীমের শিক্ষা হল, অভাবগ্রস্ত মানুষদের সেবা কর, এতীমদের প্রতি যত্নবান হও। তাই প্রচার কার্য ছাড়াও আমরা জনকল্যাণমূলক কাজও করি, চ্যারিটি ওয়ার্ক-এর কর্মসূচিতে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তা আমরা বিভিন্ন দাতব্য খাতে বিতরণ করে দিই।

আঁ হযরত (সা.) নবুয়তের পূর্বে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এই সংস্থা, নিপীড়িত, অভাবগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করত এবং তাদেরকে প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দিত। নবুয়তের মর্যাদায় আসীন হওয়ার পরও আঁ হযরত (সা.) বলতেন, এখন যদি সেই সংগঠন কর্তৃপক্ষ আমাকে আহ্বান করে, তবে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিব যাতে অভাবপীড়িত মানুষদের সাহায্য করতে পারি।

প্রশ্ন করা হয় যে, আপনার পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আছে কি? আপনার অনুসারীরা তো দেশপ্রেমী।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: দেশ যদি চরমপন্থীদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবে আহমদীরা সেখানে ফিরে যেতে পারে এবং পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করবে। যতদিন ১৯৭৪ সালের আইন সেখানে বলবৎ আছে, অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকার জন্য নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে মেনে নেওয়ার শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে, ততদিন সেখানে থাকা সম্ভব নয়।

পাকিস্তানের সহজ সরল ও অজ্ঞ মানুষদের সেখানকরা মোল্লাদের দল বিভ্রান্ত করে রেখেছে। মোল্লারা সেখানে মানুষকে আহমদীদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, নিজেদের মসজিদে তাদেরকে উত্তেজিত করে। মোল্লাদের একটি স্ট্রীট ভ্যালু আছে, তারা দেশে যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদিন পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য অমুসলিম সুলভ আইন আছে, সেদেশে কখনও কোনও পরিবর্তন আসতে পারে না।

এক প্রফেসর প্রশ্ন করেন যে, আপাদের মহিলারা স্বাধীন নয়। নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না। থিয়েটারে যেতে বাধানিষেধ আছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন:আয়ারল্যান্ড এমন একটি দেশ যেখানে খৃষ্টধর্মের শিক্ষা কঠোরভাবে অনুশীলিত হয়। এখন তারা সমকামিতার আইন পাস করেছে। যদিও কুরআন করীমে এটি পাপের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে আর বাইবেলও এটিকে পাপকর্ম বলে। তারা এই আইনটি প্রণয়নের জন্য গণভোট গ্রহণ করেছে। গণভোটের মাধ্যমে এই আইন পাস হয়েছে। আর্চ বিশপ বলেছেন, গণভোটের কারণে আমাদেরকে নিজেদের মত পরিবর্তন করতে হয়েছে যে সমকামিতার আইন থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল মানুষ যেন ধর্মকে অনুসরণ করে, ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলন করে।এর বিপরীতে ধর্মকে মানুষের কর্মপন্থার ছাঁচে গড়ে তোলা উচিত নয়।

আমরা ইসলামি শিক্ষা মেনে চলি, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলারা নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে, সেখানে তারা সমস্ত অনুষ্ঠান নিজেরাই করে, এতে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় এক মহিলা সাংবাদিক লাজনা জলসাপ্রাঙ্গণে এসেছিলেন। লাজনাদের জন্য জলসাপ্রাঙ্গণটি মহিলা কর্মীরাই অর্গানাইজ করেছিল, যেখানে তাদের নিজেদের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই মহিলা সাংবাদিক পরে বলেন, এখানে আসার পূর্বে আমার মনে অনেক সংশয় ও আশঙ্কা ছিল যে, জানি না আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে আর আমাকে কোন্ কোন্ বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু আমি তো এখানে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছি। স্বাধীনভাবে সব কিছু হচ্ছিল। আমি চার্চে যাই, কিন্তু সেখানে কখনই এত সম্মান পাই নি যতটা এখানে পেয়েছি।

ষোল সতেরো হাজার মহিলা স্বাধীনভাবে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল। এখানে এসে খুবই আনন্দ পেয়েছি। পুরুষেরা আমার দিকে দেখছিল না, আমি নিজেকে সব দিক থেকে নিরাপদ অনুভব করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে ইউরোপীয় মহিলারা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের সমাজ অবাধ ছিল। এখন তারা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলছে। তারা বলে, এখন বেশি স্বাচ্ছন্দে আছি, আর নিজেদেরকে বেশি সুরক্ষিত মনে করছি। আমাদের মহিলাদের মধ্যে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিকা রয়েছে, যারা পর্দার মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করে আর নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে। অতএব স্বাধীনতার মূল্যায়ন বিভিন্নভাবে করা যায়। যদি সেই চেতনা থাকে, তবে এমন প্রশ্ন অবান্তর।

একটি প্রশ্ন করা হয় যে, যেখানে আপনাদের সংখ্যা অন্যদের থেকে বেশি, সেখানে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আপনারা কিরূপ আচরণ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর যুগে মদিনায় সংখ্যালঘুরা ছিল, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও খৃষ্টান এবং ইহুদীরা সংখ্যা লঘু ছিল। তাদেরকে তাদের যাবতীয় অধিকার প্রদান করা হয়েছিল আর ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় তাদের সব দিক থেকে খেয়াল রাখা হয়েছিল।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর উত্তরে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হয় তবে যুদ্ধের সময় পাদ্রীদের হত্যা করবে না, কোনও গীর্জা এবং সীনাগগ ধ্বংস করবে না বা সেগুলির ক্ষতি করবে না। এই নির্দেশ মেনে যুদ্ধেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার রাবোয়ার উদাহরণ দিয়ে বলেন, রাবোয়ায় ৯৮ শতাংশ আহমদীদের বাস। এছাড়াও খৃষ্টান এবং কিছু হিন্দুও সেখানে বাস করে। তারা নিজেদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে সেখানে থাকে, এমনকি খৃষ্টানদেরকে গীর্জা নির্মাণের জন্য আমরা জমি পর্যন্ত দিয়েছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন-কুরআন করীমের নির্দেশ, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মে কোনও বলপ্রয়োগ নেই। ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, আয়ারল্যাণ্ডে সমকামীদের মধ্যে বিবাহের বিষয়ে রায় ঘোষিত হয়েছে। সেখানকার আহমদীরা কি করবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জার্মানীতেও আহমদীরা বাস করছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে এ বিষয়ে অত্যন্ত গর্বসহকারে মন্তব্য

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

বর্তমানে কুরআন করীমের যতগুলি নুসখা রয়েছে সেগুলি হযরত উবাই বিন কাআব (রা.)-এর কিরাআত অনুসারে।

আমার সকল মুসলমান ভাইদের আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে আর আমার স্বজাতি ও আমার আত্মীয়-পরিজনকে বলবে যে, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে খোদার এক মহান আমানত। আমরা প্রাণের বিনিময়ে এই আমানতের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথাসাধ্য করেছি। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি এবং এই আমানতকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের হাতে ন্যাস্ত করছি। এমনটি যেন না হয় যে তোমরা উক্ত আমানতের সুরক্ষায় কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন কর।

মহানবী (সা.) বদরী সাহাবী হযরত মুয়ায়েয বিন হারিস যিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, ওহীর লিপিকার, মুসলমানদের নেতা এবং উম্মতের সব থেকে বড় ক্বারী এবং উবাই বিন কাআব (রা.) পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৬ অক্টোবর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৬ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজ প্রথমে আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম হযরত মুআওয়েয বিন হারেস (রা.)। হযরত মুআওয়েয (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.)-এর পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফাআ আর তাঁর মাতার নাম ছিল আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মুআয এবং হযরত অউফ তাঁর ভাই ছিলেন। এ তিনজনই তাদের পিতার পাশাপাশি মাতার প্রতিও আরোপিত হতেন আর এ তিনজনকেই বনু আফরাও বলা হতো।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩১) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

কেবল ইবনে ইসহাকই বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুআওয়েয (রা.) ৭০ জন আনসারের সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.) উম্মু ইয়াযিদ বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেন আর এ বিয়ের পর তার ঘরে দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম ছিল হযরত রুবাইয়্যে বিন মুআওয়েয (রা.) এবং হযরত উমায়রা বিনতে মুআওয়েয (রা.)। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

হযরত মুআওয়েয (রা.) তার দুই ভাই হযরত মুআয এবং হযরত অউফ (রা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩১)

বদররের যুদ্ধে বনু আফরা নামে খ্যাত হযরত মুআয, হযরত অউফ এবং হযরত মুআওয়েয (রা.) এবং তাদের স্বাধীন করা ক্রীতদাস আবুল হামরা (রা.)-এর সাথে একটি মাত্র উট ছিল আর এর ওপর তারা পালাক্রমে আরোহণ করেছিলেন। (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

এই রেওয়ায়েতটি হযরত মুআয (রা.) প্রসঙ্গেও ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু এখানে হযরত মুআওয়েয (রা.)-এর ক্ষেত্রেও বর্ণিত হওয়া উচিত, তাই এখানেও আমি এটি বর্ণনা করছি।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, কে দেখবে যে, আবু জাহলের অবস্থা কী হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন, তাকে আফরার দুই পুত্র তরবারি দিয়ে এত আঘাত করেছে যে, সে মৃতপ্রায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) আবু জাহলের দাড়ি ধরলে আবু জাহল বলে, তোমরা কি এর চেয়ে বড় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? অথবা এটি বলেছে যে, তার মতো বড় কোন ব্যক্তিকে কি তার জাতি হত্যা করেছে?

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৬২)

এর ব্যাখ্যায় হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বুখারীর এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিছু কিছু রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আফরার দুই ছেলে মুআওয়েয (রা.) ও মুআয (রা.) আবুজাহলকে মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু পরে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করেছিলেন। ইমাম ইবনে হাজর এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন যে, হযরত মুআয বিন আমর (রা.) এবং হযরত মুআয বিন আফরা (রা.)-এর পর হযরত মুআওয়েয বিন আফরা (রা.)ও হয়তো তাকে আঘাত করেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফারযুল খামস, হাদীস-৩১৪১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আবু জাহলকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, মানুষ অনেক আনন্দ-উল্লাস করে এবং নিজের জন্য একটি জিনিসকে কল্যাণকর মনে করে কিন্তু সেটিই তার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়। বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেররা যখন আসে তখন তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদের হত্যা করেছি আর আবু জাহল বলে, আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করব এবং অনেক মদ পান করব। সে মনে করে, এখন মুসলমানদের হত্যা করার পরই ফিরে যাব, কিন্তু সেই আবু জাহলকেই মদিনার দুই ছেলে হত্যা করে। মক্কার কাফেররা মদিনাবাসীকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত আর তাকে অর্থাৎ আবু জাহলকে এমন আক্ষেপ নিয়ে মরতে হয় যে, তার শেষ ইচ্ছাটিও পূর্ণ হয় নি। আরবে রীতি ছিল যুদ্ধে যদি কোন নেতা মারা যেত তাহলে তার গলা লম্বা করে কাটা হতো যেন বোঝা যায় যে, সে একজন নেতা ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) যখন তাকে দেখেন যে, সে নিথর, নিস্তেজ ও আহত অবস্থায় পড়ে আছে তখন জিজ্ঞাস করেন, তোমার অবস্থা কী? সে বলে, আমার কোন আক্ষেপ নেই, কিন্তু দুঃখ শুধু এটিই যে, মদিনার কৃষকের ছেলে আমাকে হত্যা করেছে, অর্থাৎ এমন লোকের বালকেরা যে শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে এ কাজকে নিম্নমানের কাজ মনে করা হতো এবং ধারণা করা হতো, এমন লোক অর্থাৎ মদিনার লোকেরা যুদ্ধবিগ্রহের কী বুঝে! কিন্তু তাকে হত্যা করেছে বা তার এ দর্পও চূর্ণ করেছে এরূপ লোকেরাই। উপরন্তু কেবল সেসব লোকই নয়, বরং তাদের শিশু বা বালকেরা, যারা তেমন অভিজ্ঞও ছিল না। আব্দুল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোন ইচ্ছা আছে কি? তখন সে বলে, আমার ইচ্ছা হলো, আমার গলা একটু লম্বা করে কেটো। তিনি বলেন, তোমার এই ইচ্ছাও আমি পূর্ণ হতে দিব না আর কঠোর হস্তে চিবুক ঘেষে তার গলা কাটেন। সে যেটিকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিল সেটিই তার জন্য শোকে পরিণত হলো এবং যে মদ সে পান করেছিল তা-ও হজম করার সৌভাগ্য তার হয় নি।

(খুতবাতে মাহমুদ, খুতবা ঈদুল ফিতর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

বদরের যুদ্ধে হযরত মুআওয়েয যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাকে আবু মুসাফাহ শহীদ করেছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৪২)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। হযরত উবাই আনসারীদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু মুয়াবিয়ার সদস্য ছিলেন। হযরত উবাই (রা.)-এর পিতার নাম কাব বিন

কায়েস আর মায়ের নাম সুহায়লা বিনতে আসওয়াদ ছিল। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর দুটি ডাকনাম ছিল, একটি হলো আবু মুনযের, যা রেখেছিলেন মহানবী (সা.) এবং দ্বিতীয়টি হলো আবু তোফায়েল, যা হযরত উমর (রা.) তার পুত্র তোফায়েলের জন্য রেখেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

হযরত উবাই মধ্যমকায় ছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'বের মাথার চুল ও দাড়ি ছিল শুভ্র রঙের। তিনি (রা.) খিযাব বা কলপ ব্যবহারের মাধ্যমে বার্ধক্য বা বয়স লুকাতেন না অর্থাৎ মাথার চুলে বা দাড়িতে রঙ লাগাতেন না।(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

হযরত উবাই বিন কা'ব সত্তর জন সঙ্গীসহ আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই লেখাপাড়া জানতেন আর ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ ওহী লেখার সৌভাগ্য তাঁর লাভ হয়। মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। পাশাপাশি অপর এক বর্ণনামতে, মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

হযরত উবাই বিন কা'ব সম্পর্কে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে আদেশ দেন যেন তিনি (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব-কে কুরআন পাঠ করে শোনান। মহানবী (সা.) বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

আর তাঁর (রা.) সম্পর্কে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন শরীফের ব্যাপক জ্ঞান তার ছিল। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আরও রেওয়ায়েত আসবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) সেই ৪জন ব্যক্তির ১জন ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, এরা হলেন উম্মতের ক্বারী। অর্থাৎ কেউ যদি কুরআন শিখতে চায় তাহলে যেন এদের কাছে শিখে।

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৮৪)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যেসব কাতেব তথা লিপিকারদের দিয়ে কুরআন শরীফ লেখাতেন তাদের মধ্যে ইতিহাস থেকে নিম্নলিখিত ১৫ জনের নাম প্রমাণিত-যায়েদ বিন সাবেত , উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ, আবি সারাহ, যুবায়ের বিন আল-আওয়াম, খালিদ বিন সাঈদ বিন আস,আওয়ান বিন সাঈদ আল আস, হানযালা বিন আর-রবি আল-আসাদি, মুআয়কেব বিন আবি ফাতেমা, আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম যাহরী, শারাহ্‌বিল বিন হাসানা, আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)।মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো তখন মহানবী (সা.) তাদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে ওহী লিখিয়ে দিতেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, ৪২৫-৪২৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, মহানবী (সা.) শিক্ষকদের এমন একটি দল প্রস্তুত করেছিলেন যারা কুরআন পড়াতেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে পরবর্তীতে অন্যদের তা শিখাতেন। এই চার জন ছিলেন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক, যাদের কাজ ছিল মহানবী (সা.)-এর নিকট কুরআন শরীফ পড়ার পর অন্যদের কুরআন পড়ানো। এরপর তাদের অধীনস্থ অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যারা মানুষকে কুরআন শরীফ পড়াতেন। এই চার জন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকের নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, সালেম মওলা আবি হুযায়ফা, মুআয বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন মুহাজের ছিলেন এবং অন্য ২জন ছিলেন আনসারী। পেশাগত দিক থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ একজন শ্রমিক ছিলেন, সালেম একজন মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কাব মদিনার নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোটকথা সকল জাতি গোষ্ঠিকে দৃষ্টিপটে রেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সকল শ্রেণি ও গোষ্ঠি থেকে ক্বারী বা কুরআনের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,***'খুযুল কুরআনা মিন আরবাআতীন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদিন ওয়া সালেমিন ওয়া মুআয বিন জাবালিন ওয়া উবাই বিন কা'ব',*** (অর্থাৎ তোমরা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, সালেম, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কাব (রা.)- এই চার জনের কাছ থেকে কুরআন শিখবে।) এই চার জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে পুরো কুরআন শিখেছেন অথবা তাঁকে শুনিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর আরো অনেক সাহাবী ছিলেন যারা সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কিছু না কিছু কুরআন শিখতেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, ৪২৭-৪২৮)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে সূরা ***'লাম ইয়াকুনিল্লাযিনা কাফারু মিন আহ্‌লিল কিতাবি'*** (অর্থাৎ সূরা বাইয়্যেনাহ্) পড়ে শোনাই। হযরত উবাই (রা.) জিজ্ঞেস করেন, (আল্লাহ্ তা'লা) কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত উবাই এ কথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৮০৯)

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন,মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই। হযরত উবাই (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। হযরত উবাই (রা.) বলেন, দুই জগতের প্রতিপালকের সমীপে আমার উল্লেখ হয়েছে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে হযরত উবাই (রা.)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস০=-৪৯৬১)

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও তার নিজ ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) বলেন, আবু হাইয়া বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "যখন সূরা 'লাম ইয়াকুন' সম্পূর্ণ নাযেল হয় অর্থাৎ তা এক সাথে নাযেল হয় তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি যেন এই সূরাটি উবাই বিন কা'বকে মুখস্ত করিয়ে দেন। এতে মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'বকে বলেন, জিব্রাঈল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ আমার নিকট আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ পৌঁছিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে এই সূরাটি মুখস্ত করিয়ে দিই। উবাই বিন কা'ব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কি আমার কথাও উল্লেখ হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এতে উবাই বিন কা'ব আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন। (তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

মহানবী (সা.)-এর (ইন্তেকালের)পর হযরত উমর ফারুক (রা.) এই বাক্যের বেশ কয়েকবার স্মৃতি রোমন্থন করেন। একবার মসজিদে নববীর মিম্বর থেকে তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় ক্বারী হলেন, উবাই। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ সফরে জাবিয়া নামক স্থানে, জাবিয়া দামেস্কর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম- খুতবায় তিনি বলেন, 'মান আরাদা আলকুরআনা, ফালইয়াতে উবাইয়্যান'। অর্থাৎ, যার কুরআনের (প্রতি) আগ্রহ আছে সে যেন উবাই এর কাছে আসে। (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, চার ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। তাদের সবাই আনসারী ছিলেন- হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত আবু যায়েদ এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত। এটি বুখারীর হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস-৩৮১০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ হাফেযদের নাম হলো- উবাদা বিন সামেত, মাআয মুজাম্মে বিন হারেসা,

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

ফাযালা বিন উবায়েদ, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, আবুদ দারদা, আবু যায়েদ, যায়েদ বিন সাবেত, উবাই বিন কা'ব, সা'দ বিন উবাদা এবং উম্মে ওরাকা।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৩০)

মহানবী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহশীল হলেন হযরত আবু বকর, আর খোদার ধর্মের খাতিরে সর্বাধিক কঠোর হলেন হযরত উমর, অর্থাৎ তার মাঝে নীতির ক্ষেত্রে কঠোরতা রয়েছে। লজ্জার ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ হলেন হযরত উসমান। অর্থাৎ লজ্জাশীলতার সর্বোচ্চ মানে উপনীত হলেন হযরত উসমান। হালাল ও হারামের বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন হযরত মুআয বিন জাবাল। ফরয বা ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত। কিরাআতের সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন হযরত উবাই বিন কা'ব। প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন হয়ে থাকে; এই উম্মতের আমীন হলেন, হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্।

(জামিউ তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৯০)

যার স্মৃতিচারণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দার। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পর হযরত উবাই বিন কা'ব-ই মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম ওহী লেখক ছিলেন। সে যুগে কিতাব বা কুরআনের শেষে কাতেব বা লিপিকারের নাম লেখার রীতি ছিল না; হযরত উবাই সর্বপ্রথম এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য বুযুর্গরাও এর অনুসরণ করেন।

(উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭০) (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

অর্থাৎ পূর্বে লিপিকারের নাম লেখা হতো না, কেবল লিপিবদ্ধ করা হতো। হযরত উবাই এই কাজ আরম্ভ করেন, অর্থাৎ লেখার পর শেষে নিজের নাম লিখে দেন যে, এটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এরপর এটি রীতি হিসেবে প্রচলন লাভ করে।

হযরত উবাই পবিত্র কুরআনের এক একটি অক্ষর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)ও তার আগ্রহ দেখে তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। নবুয়্যতের প্রতাপ বড় বড় সাহাবীকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখত, কিন্তু হযরত উবাই নিঃসংকোচে যা চাইতেন প্রশ্ন করতেন। এমন নয় যে, তিনি অহেতুক প্রশ্ন করতেন, নবুয়্যতের প্রতাপ ও মর্যাদার গণ্ডির ভেতরে থেকে যেভাবে প্রশ্ন করা উচিত সেভাবে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু কোন দ্বিধা ছিল না। তার আগ্রহ দেখে কখনো কখনো মহানবী (সা.) স্বয়ং আরম্ভ করতেন এবং জিজ্ঞাসা না করতেই বলে দিতেন। (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

একবার মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ান। তাতে একটি আয়াত পাঠ করতে ভুলে যান। হযরত উবাই প্রথম দিকে নামাযে ছিলেন না, বরং মাঝখান থেকে যোগ দিয়েছিলেন। নামায শেষে মহানবী (সা.) মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ কি আমার কিরাআতের প্রতি লক্ষ্য করেছিল? সবাই নিশ্চুপ থাকে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, উবাই বিন কা'ব আছেন কি? ততক্ষণে হযরত উবাই নামায শেষ করেছিলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ ভুল হয়েছিল অথবা আয়াত পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন, যা হযরত উবাই বিন কা'ব যোগ দেওয়ার পর শুনেছিলেন। হযরত উবাই নামায পড়া শেষ করেন এবং বলেন যে, আপনি অমুক আয়াত পড়েন নি। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার কথা সঠিক, আপনি তিলাওয়াতের সময় অমুক আয়াত পড়েন নি, সেটি কি মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, নাকি আপনি পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং আমি তা পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত উবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি জানতাম যে, তুমি ছাড়া আর কেউ এটি লক্ষ্য করবে না। (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি মসজিদে আসে এবং নামায আদায় করা আরম্ভ করে। অতঃপর সে এমন উচ্চারণে কিরাআত করে যা আমার নিকট অপরিচিত বা অদ্ভুত মনে হয়। তারপর আরেক ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে আসে। সে প্রথম ব্যাক্তির চেয়ে ভিন্ন উচ্চারণে তিলাওয়াত করে।অতঃপর আমরা যখন নামায শেষ করি তখন আমরা সবাই মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। আমি নিবেদন করি, এই ব্যক্তি এমন উচ্চারণে তিলাওয়াত করেছে যা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আসে এবং সে প্রথম ব্যাক্তির চেয়ে ভিন্ন উচ্চারণে তিলাওয়াত করে। মহানবী (সা.) তাদের দু'জনকে বলেন, ঠিক আছে, এখন তোমরা আমাকে পড়ে শুনাও। তারা উভয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনায়। মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের পড়ার পদ্ধতিকে সঠিক আখ্যা দিয়ে বলেন, তোমরা উভয়েই সঠিক (তিলাওয়াত করেছ)। হযরত উবাই বলেন আমার ধারণা ছিল, তারা ভুল পড়েছে। মহানবী (সা.) যখন তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের উভয়কে সঠিক আখ্যা দেন, তখন আমি এতটা লজ্জিত হই, যা অজ্ঞতার যুগেও কখনও ঘটে নি; যখন কি-না আমি কিছুই জানতাম না।অর্থাৎ,আমি সারা জীবনে কখনো এমন লজ্জা পাই নি, যা সেসময় পেয়েছিলাম। মহানবী (সা.) যখন আমার এই অবস্থা দেখেন, অর্থাৎ চেহারায় লজ্জার লক্ষণ যখন প্রকাশ পায় আর যখন কিনা আমার সারাদেহ ঘর্মাক্ত ছিল আর ভীতত্রস্ত অবস্থায় আমি যেন মহামহিমান্বিত খোদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তখন আমার বুক চাপড়ে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, হে উবাই! আমাকে (ফিরিশতাদের মাধ্যমে) বার্তা পাঠানো হয়েছে, আমি যেন পবিত্র কুরআন এক-অভিন্ন উচ্চারণ রীতিতে পাঠ করি। আমি এর উত্তরে বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। অতঃপর তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার এই উত্তর দেন যে, আমি যেন কুরআন দু'টি উচ্চারণরীতিতে পাঠ করি। আমি পুনরায় বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। এরপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে উত্তর দেন যে, তুমি তা সাত উচ্চারণরীতিতে পাঠ কর। অতএব প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে একটি করে দোয়া করার অধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই ফিরিশতা বা জিবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে প্রতিটি কিরাআতের পরিবর্তে দোয়া করার অধিকার প্রদান করেছেন, যা তুমি আমার কাছে চাইতে পার। মহানবী (সা.) বলেন, তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা কর। আর তৃতীয় দোয়াটি আমি সেদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার পথপানে চেয়ে থাকবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও।

(সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, ... অনুবাদ নুর ফাউন্ডেশন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৮-৩০৯)

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) পবিত্র কুরআন পাঠে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন তার ধারণা এ থেকে লাভ হতে পারে যে,স্বয়ং মহানবী (সা.) তার দ্বারা কুরআন খতম করাতেন। যেমন যে বছর মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন, সে বছর তিনি হযরত উবাই (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শুনান এবং বলেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছিল যে, উবাইকে কুরআন শুনিয়ে দিন। (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

মহানবী (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শুনান। মহানবী (সা.)-এর বরকতময় যুগে হযরত উবাই (রা.) একজন ইরানীকে কুরআন পড়াতেন। তিনি যখন তাকে আয়াত إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ পড়ান সে "আসিম" শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না। ইরানীদের উচ্চারণরীতির কারণে সে 'আসীম' শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না। প্রত্যেকবার তিনি যখন 'আসিম' বলতেন তখন সে 'ইয়াতীম' বলে দিত। হযরত উবাই খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তাকে কিভাবে শিখাবেন। মহানবী (সা.) সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে চিন্তিত দেখে থেমে যান এবং এ কথা শুনে ইরানী ভাষায় বলেন, তাকে "ত্বাআমুয যাসীম", অর্থাৎ "য়োয়া" দিয়ে উচ্চারণ করতে বল। তিনি যখন তাকে এভাবে উচ্চারণ করতে বলেন,তখন সে পরিষ্কারভাবে "আসীম" উচ্চারণ করে। অর্থাৎ সঠিকভাবে উচ্চারণ করে। তখন তিনি (সা.) হযরত উবাইকে বলেন,তার উচ্চারণ শুদ্ধ কর, তার ভাষাতেই তাকে বলে বুঝাও যেন সে সঠিক উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে। তার মুখ থেকে শুদ্ধ

উচ্চারণ বের কর, খোদা তা'লা তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২)

একবার মহানবী (স.) জুমুআর দিন খুতবা প্রদান করছিলেন এবং সূরা তওবা পাঠ করেন। হযরত আবু দারদা ও আবু যর (রা.) এ সূরা সম্পর্কে জানতেন না। খুতবা চলাকালেই তারা হযরত উবাইকে ইশারায় জিজ্ঞেস করেন যে, এ সূরা কখন অবতীর্ণ হলো? আমি তো এখন পর্যন্ত এটি শুনিনি। হযরত উবাই ইশারায় বলেন, চুপ থাক। নামায শেষে তিনি যখন ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন উভয় বুযুর্গ হযরত উবাইকে বলেন, তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাওনি কেন? উবাই উত্তরে বলেন, আজ তোমাদের নামায নষ্ট হয়ে গেছে, আর তা-ও শুধুমাত্র একটি বাজে আচরণের কারণে। এটি শুনে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন যে, উবাই এরূপ কথা বলেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন, অর্থাৎ খুতবা চলাকালে তোমাদের কথা বলা উচিৎ হয়নি।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

হযরত উবাই বিন ক্বাব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু মুনযের! তুমি কি জানো তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? হযরত উবাই বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মুনযের! তুমি কি জানো আল্লাহ্‌র কিতাব, যা তোমাদের কাছে রয়েছে, তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।পুনরায় তিনি (সা.) একই প্রশ্ন করলে আমি নিবেদন করলাম, ***"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম"***। এরপর মহানবী (সা.) আমার বুক চাপড়ে বলেন, খোদার কসম, হে আবু মুনযের! এ জ্ঞান তোমার জন্য আশিষময় হোক।

(সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অনুবাদ-নুর ফাউন্ডেশন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০০)

অর্থাৎ, তিনি (সা.) বলেন, ঠিক বলেছ আর এই উত্তর তিনি পছন্দ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে হযরত উবাই হযরত তোফায়েল বিন আমর দোসিকে কুরআন পড়িয়েছিলেন। তিনি উপহারস্বরূপ তাকে একটি ধনুক প্রদান করেন। হযরত উবাই সেটিতে সজ্জিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কোথা থেকে এনেছ? হযরত উবাই বলেন, এটি এক শিষ্যের উপহার। তিনি (সা.) বলেন, এটি তাকে ফিরিয়ে দাও। ভবিষ্যতে এরূপ উপহার নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে একজন শিষ্য উপহারস্বরূপ কাপড় প্রদান করলে সেক্ষেত্রেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্য পরবর্তীতে এসব বিষয় তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। অর্থাৎ কুরআন পড়ানোর বিনিময়ে কোন উপহার নেওয়া যাবে না। সিরিয়ার লোকেরা যখন তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন পড়তো এবং মদিনার লেখকদের দ্বারা তারা লিখাতো তখন লেখার বিনিময় যেভাবে আদায় হতো তাহলো, সিরিয়রা তাদেরকে নিজেদের ঘরে খাবারে আমন্ত্রন জানাতো,বিনিময় হিসেবে নিজেদের সাথে খাবার খাইয়ে দিতো কিন্তু হযরত উবাই (রা.) এক বেলার জন্যও তাদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। হযরত উমর (রা.) একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেন, সিরিয়ার খাবারের স্বাদ কেমন? হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বলেন, আমি তাদের ঘরে খাবার খাই না, আমি নিজের খাবার খাই।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১-১৫২)

হযরত উবাই (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

উহুদের যুদ্ধে একটি তীর তাঁর (রা.) মূল শিরায় লাগে। সেই শিরাকে ইংরেজীতে মিডিয়াম ভেইন বলে, যেটি মাথা, বুকের পেছনে এবং হাত ও পায়ে রক্ত সংবহন করে, তখন মহানবী (সা.) একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন, যিনি শিরাটি কেটে দেন অতঃপর ডাক্তার সেই শিরাটি নিজ হাতে কেটে সেটি সেখানে সেঁক দিয়ে দেন।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮) (উর্দু লুগাত, খণ্ড-২২, পৃ: ২৯)

উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা, যেটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে আজ এখানেও বর্ণনা করে দিচ্ছি। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, তুমি গিয়ে আহতদের খোঁজ-খবর নাও। তিনি খুঁজতে খুঁজতে হযরত সা'দ বিন রাবি (রা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন- যিনি গুরুতর আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিলেন। উবাই (রা.) সা'দ (রা.)-কে বলেন, আপনি যদি আপনার আত্মীয়-পরিজনকে কোন বার্তা পৌঁছাতে চান- তাহলে আমাকে বলতে পারেন। হযরত সা'দ (রা.) মুচকি হেসে বলেন, আমি এ অপেক্ষায়-ই ছিলাম যে, কোন মুসলমান এদিকে আসলে তার মাধ্যমে কিছু বার্তা পাঠাবো। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমার হাতে হাত রেখে তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, অবশ্যই তুমি আমার বার্তা পৌঁছে দিবে। তিনি (রা.) যে বার্তা দিয়েছিলেন তা হল, আমার সকল মুসলমান ভাইদের আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে আর আমার স্বজাতি ও আমার আত্মীয়-পরিজনকে বলবে যে, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে খোদার এক মহান আমানত। আমরা প্রাণের বিনিময়ে এই আমানতের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথাসাধ্য করেছি। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি এবং এই আমানতকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের হাতে ন্যাস্ত করছি। এমনটি যেন না হয় যে তোমরা উক্ত আমানতের সুরক্ষায় কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন কর।

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮)

৯ম হিজরীতে যাকাত যখন ফরজ হয় আর মহানবী (সা.) জাকাত সংগ্রহের জন্য আরব-প্রদেশগুলোতে যাকাত-সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করেন তখন হযরত উবাই (রা.) বনু বালী গোত্র, বনু আজরা গোত্র এবং বনু সা'দ গোত্রের যাকাত সংগ্রকারী নিযুক্ত হন। একবার হযরত উবাই (রা.) একটি গ্রামে যান। তখন এক ব্যক্তি নিজের পুরো পশুপাল তাঁর সম্মুখে এনে দাঁড় করায় যেন এগুলোর মাঝে যেটি পছন্দ হয়, সেটি যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। হযরত উবাই (রা.) উটগুলোর মধ্য থেকে একটি দুই বছর বয়স্ক বাচ্চা উট নিলেন। যাকাত দাতা বলল, এটি নিয়ে কী লাভ হবে? এটি না দুধ দিবে আর এটি বাহন হওয়ারও যোগ্য নয়। যদি আপনার নিতেই হয় তাহলে এখানে হৃষ্টপুষ্ট অনেকগুলো উটনী আছে এবং মোটা তাজা ও প্রাপ্তবয়স্কা উট আছে(সেখান থেকে কোন একটি নিয়ে নিন)। হযরত উবাই (রা.) বলেন, অসম্ভব! মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা বিরুদ্ধ কোন কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং উত্তম হবে, আমার সাথে চলো । মদিনা এখান থেকে বেশি দুরে নয় আমরা উভয়ে মদীনায় মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। তিনি যে নির্দেশনা দিবেন- তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিও। সেই ব্যক্তি হযরত উবাই (রা.)-এর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে হযরত উবাই (রা.)-এর সাথে উটনী নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হল। অতঃপর মহানবী (সা.)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার যদি বড় উটনী দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে দিয়ে দাও, তা গ্রহন করা হবে এবং আল্লাহ্ তোমাকে বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিবেন। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর হাতে উটনী সোপর্দ করে (সন্তুষ্টচিত্তে) ফেরত চলে যায়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে পবিত্র কুরআনের বিন্যাস ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। এই কাজে সাহাবীদের যে জামাত নিযুক্ত করা হয় হযরত উবাই (রা.) তাদের আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন আর লোকেরা তা লিপিবদ্ধ করতো। এই কমিটি যেহেতু বিদগ্ধ লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, তাই কোন কোন আয়াতের বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কও হতো।

যখন সূরা তওবার আয়াত ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (সূরা তওবা: ১২৭) লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন সবাই বলে যে 'এটি সবচেয়ে শেষে অবতীর্ণ হয়েছিল।' হযরত উবাই বলেন, 'না, মহানবী(সা.) এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে পড়িয়েছিলেন; এটি সর্বশেষ আয়াত নয়, বরং সর্বশেষ দুই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত।'

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২)

হযরত উমর তার খিলাফতকালে শত-শত কল্যাণকর বিষয়াদির সূচনা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করেন, যার মধ্যে একটি হল মজলিসে শূরার প্রতিষ্ঠা। হযরত উমরের খিলাফতকালে ইসলাম ধর্মে মজলিসে শূরার প্রতিষ্ঠা হয়। এই মজলিস সুযোগ্য আনসার ও মুহাজিরদের সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে হযরত উবাই বিন কা'ব খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে সদস্য ছিলেন।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২-১৪৩)

জাবের বিন যুবায়ের নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, "আমি হযরত উমরের খিলাফতকালে নিজের কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে যাই। হযরত উমরের পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার চুল ও পোশাক শ্বেত-শুভ্র ছিল। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম ও পরকালের জন্য পাথেয় রয়েছে; আর এতেই আমাদের সেসব কর্ম রয়েছে যেগুলোর প্রতিদান আমরা পরকালে লাভ করব'।" জাবের বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! ইনি কে?' হযরত উমর উত্তর দেন, 'ইনি মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব'।"

(তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮-৩৭৯)

ক্বারী আব্দুর রহমান বিন আব্দ বর্ণনা করেন, "আমি রমযান মাসের এক রাতে হযরত উমর বিন খাত্তাবের সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হই। গিয়ে দেখি যে লোকজন পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত; কেউ নিজের মত একা একা নামায পড়ছে আর কেউ কেউ এমনও ছিল যাদের পিছনে আরও কয়েক ব্যক্তি নামায আদায় করছে। হযরত উমর বললেন, 'আমার মনে হয়, যদি তাদেরকে একই ক্বারীর ইমামতিতে একত্রিত করে দাও, তবে সেটি আরও ভাল হবে।তিনি এমনটি করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং হযরত উবাই বিন কা'বের ইমামতিতে সকলকে একত্রিত করেন।"

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাতুত তারাবী, হাদীস-২০১০)

অর্থাৎ সম্ভবত তারা তখন রাতের বেলা নফল নামায পড়ছিলেন।

হযরত উবাই সেসব বুযুর্গের অন্যতম ছিলেন, যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ব্যপকহারে হাদীস শুনেছিলেন । এজন্যই অনেক সাহাবীও তার হাদীসের দরসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই তার শিষ্যকুলের মধ্যে অধিকাংশই হতেন সাহাবীরা; অর্থাৎ সাহাবীরাও তার কাছ থেকে হাদীস শুনতেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত উবাদা বিন সামেত, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু মূসা আশআরী, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত সাহল বিন সা'দ, হযরত যুলমান বিন সারদ- এঁরা সবাই হযরত উবাইয়ের কাছ থেকে হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতেন।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

হযরত কায়স বিন উবাদা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। তিনি বর্ণনা করেন, "আমি হযরত উবাই বিন কা'বের চেয়ে সম্মানিত আর কাউকে দেখি নি। নামাযের সময় ছিল, লোকজন সমবেত ছিল এবং হযরত উমরও উপস্থিত ছিলেন। কোন একটি বিষয় শেখানোর প্রয়োজন ছিল। নামায শেষ হলে হযরত উবাই দাঁড়ান এবং সবাইকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস শোনান। সবার উৎসাহ ও আগ্রহ এমন ছিল যে সবাই তন্ময় হয়ে শুনছিলেন।" কায়সের উপর হযরত উবাইয়ের এই অসাধারণ মর্যাদার গভীর প্রভাব পড়ে। (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৪)

একবার হযরত উমরের কাছে এক মহিলা উপস্থিত হয়ে বলে, 'আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু আমি সন্তানসম্ভবা।' হযরত উবাই কুরআন শরীফের আলোকে ব্যাখ্যা করতেন এবং ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াবলীরও সমাধান করতেন, (এটি সেরকম একটি ঘটনা)। যা-ই হোক, সেই সন্তানসম্ভবা মহিলা এসে বলেন, 'আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে।' 'যখন (স্বামী) মারা যায় তখন সন্তানসম্ভবা ছিলাম, এখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে; কিন্তু ইদ্দতের সময় এখনও পূর্ণ হয় নি। স্বামী মৃত্যুবরণ করলে চার মাস দশ দিনের ইদ্দতকাল হয়ে থাকে, সেটি পূর্ণ হয় নি; এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কী? আমি কি ইদ্দত পূর্ণ করব নাকি এতটুকুই যথেষ্ট? হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ কর, অর্থাৎ একজন বিধবা নারীর জন্য ইদ্দতের যে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করতে হয়, তা পূরণ কর। তিনি জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত উমর (রা.) এর নিকট থেকে হযরত উবাই বিন কাবের নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত উমরের নিকট সিদ্ধান্ত চাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং হযরত উমর এর উত্তরে কী বলেছেন তাও হযরত উবাইকে অবহিত করেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, তুমি হযরত উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বল, উবাই বলেছেন যে মহিলা হালাল (বৈধ) হয়ে গেছেন; অর্থাৎ তার আর ইদ্দত পূরণ করার দরকার নেই)। তিনি যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি এখানেই আছি, আমাকে এসে ডেকে নিও। সেই মহিলা হযরত হযরত উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে সব খুলে বললে হযরত উমর (রা.) বলেন, উবাই (রা.) কে ডেকে নিয়ে আস। হযরত উবাই (রা.) উপস্থিত হলে হযরত উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এই সিদ্ধান্তে কিভাবে উপনীত হলেন? হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বললেন, আমি কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছি। এরপর তিনি আয়াত وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (সূরা তালাক: ৫)তিলাওয়াত করেন । অর্থাৎ অন্তঃসত্তা নারীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো তাদের ইদ্দতের মিয়াদ সন্তান জন্ম দেওয়ার সাথে সাথেই পুর্ণ হয়ে যায়। এরপর বলেন যেসব নারী অন্তঃসত্তা অবস্থায় বিধবা হয়ে যান তারাও এই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত এবং আমি মহানবী (সা.) কে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। হযরত উমর (রা.) সেই নারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হযরত উবাই (রা.) যা বলছেন তা সঠিক তা শিরোধার্য কর।

রসূলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাসের (রা.) বাড়ি মসজিদে নববী সন্নিবেশিত ছিল। হযরত উমর যখন মসজিদটি সম্প্রসারিত করতে চাইলেন, তিনি হযরত আব্বাসকে বললেন আপনি এই বাড়িটি বিক্রি করে দিন, আমি এটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করব। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, এটি হবে না। অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রা.) এটিও মানতে সম্মত হননি। তিনি নিজের মত ও নিজের পছন্দ-অপছন্দে দৃঢ় থাকতেন। হযরত উমর (রা.) বললেন ঠিক আছে আপনি নিজেই মসজিদটি সম্প্রসারিত করে দিন। উম্মতের জন্য আপনার একটি মহানুভবতা হবে, নিজের ঘর মসজিদের জন্য দিয়ে দিন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমি এটিও মানব না। হযরত ওমর বলেন এ তিনটি কথার কোন একটি আপনাকে মানতে হবে। হযরত আব্বাস বলেন আমি একটিও মানবো না । অবশেষ উভয়ই হযরত উবাই বিন কাব (রা.)কে বিচারক নির্ধারণ করলেন। বিচারক পর্যন্ত কথা পৌছে। হযরত উবাই (রা.) হযরত উমর (রা.)কে বললেন, সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ নেওয়ার কি অধিকার আপনার রয়েছে? হযরত উবাই বললেন, না, আপনি নিতে পারেন না। হযরত উমর উবাই (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পর্কে কুরআন থেকে নির্দেশনা বের করেছ, নাকি হাদিস থেকে? হযরত উবাই (রা.) বললেন, হাদিস থেকে আর তা হল, হযরত সোলায়মান যখন বায়তুল মাকদাস নির্মাণ করেছিলেন তখন এর একটি প্রাচীর যা অন্য কারো ভুমিতে নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ে। হযরত সোলায়মানের ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো যে, তার অনুমতি নিয়ে নির্মাণ কাজ কর। হযরত উমর এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত আব্বাসের খিলাফতের প্রতি অবশ্যই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল, বয়াতের অঙ্গীকারও ছিল, এসব ধারণা তাঁর মনমস্তিকে তখন প্রাধান্য বিস্তার করে। একবার যদিও না করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পুণ্য ও তাকওয়া তো ছিলই এবং ধর্মের জন্য আত্মাভিমানও ছিল আর খিলাফতের প্রতি সম্মানও ছিল যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেল। হযরত ওমর যখন নীরব হয়ে গেলেন তখন তিনি হযরত উমরকে পরবর্তীতে ইতিবাচক সায় দেন অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি আমার ঘরটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করছি।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

হযরত উমর (রা.) একবার হজ্জে তামাত্তু করতে মানুষকে বারণ করার সংকল্প করলেন। কতিপয় যুবকের হয়ত জানা থাকবে না (তাই বলছি),তিন ধরণের হজ্জ হয়ে থাকে। হজ্জে তামাত্তু হল, উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা পৌছে এবং প্রথমে উমরা করে এরপর ইহরাম খুলে ফেলা হয়। এরপর পুনরায় ৮ জিলহজ্জে নতুন ইহরাম বেধে পুনরায় হজ্জ করতে হয়। সাধারণ হজ্জ হলো হজ্জে মুফরদ। হজ্জে কেরান হলো, একই এহরামে

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

উমরা ও হজ্জ উভয়টি পালন করা। যাহোক, হযরত উমর (রা.) হজ্জে তামাত্তু করতে বারণ করেন। হযরত উবাই বলেন, এটি থেকে বারণ করার কোন অধিকার আপনার নেই। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে বাধা দিয়ে বলেন, এটি ঠিক নয় । যাহোক এরপর হযরত উমর বিরত হন। একবার হযরত উমর (রা.) কুফা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত নাজাদ অঞ্চলের একটি শহর হীরার জুব্বা পরতে বারণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই রঙে প্রস্রাবের সংমিশ্রণ থাকে অথবা হয়তো রং কাটার জন্য কোন প্রাণীর প্রস্রাব মেশানো হতো। যাহোক, হযরত উবাই বলেন, আপনি এটারও অধিকার রাখেন না কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে এই রঙের কাপড় পরেছেন এবং সেখানকার জুব্বা পরেছেন আর আমরাও মহানবী (সা.)-এর যুগে পরেছি, কখনো কোন আপত্তি হয় নি বা প্রশ্ন ওঠেনি। এর ফলে হযরত ওমর বিরত হন এবং বলেন, ঠিক আছে,আপনি ঠিকই বলেছেন।

(মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৮)(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

একবার হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত ওমর ও উবাই (রা.)-এর মাঝে একটি বাগানকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত উবাই কেঁদে ফেলেন। আপনার যুগে এসব কিছুর আশা ছিল না। হযরত ওমর বলেন আমার নিয়্যত এরূপ ছিল না। আপনি যে মুসলমানের মাধ্যমে চান মীমাংসা করিয়ে নিন। আমার ও আপনার মাঝে মতবিরোধ আছে। কিন্তু আমি নির্দেশ দিচ্ছি না। আমি মনে করি, আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। মীমাংসার জন্য হযরত উবাই হযরত যায়েদ বিন সাবেতের নাম প্রস্তাব করেন । হযরত উমর (রা.) সম্মত হন এবং হযরত যায়েদের সামনে মামলা উত্থাপন করা হয়। হযরত উমর (রা.) যদিও ইসলামের খলীফা ছিলেন কিন্তু এক বিবাদী পক্ষ হিসাবে হযরত যায়েদ বিন সাবেতের আদালতে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.) উবাই এর দাবীর সাথে একমত ছিলেন না। হযরত উমর তাকে বলেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, চিন্তা করুন, স্মরণ করে দেখুন। হযরত উবাই কিছুক্ষণ ভাবেন, এরপর বলেন, আমার কিছুই মনে পড়ছে না। এরপর হযরত উমর ঘটনার পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন অর্থাৎ বলেন, এই এই ঘটেছিল। হযরত যায়েদ হযরত উবাই কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যে বিষয়ের দাবী করছেন তার সপক্ষে কী কোন প্রমাণ আছে? তিনি বলেন, আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু বলেন, কোন প্রমাণ নেই, আপনি আমীরুল মোমেনীনকে কসম খেতে বলুন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার পক্ষ থেকে যদি কসম নিতে হয় তাতে আমার কোন দ্বিধা নেই। যাইহোক বিতণ্ডা যাই ছিল অবশেষে মীমাংসা হয়ে যায়।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৫-১৪৬)

হযরত উসমান বিন আফফান, পবিত্র কুরআন সংকলনের কাজে কুরায়শ এবং আনসারদের ১২জনকে মনোনিত করেছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'ব এবং যায়েদ বিন সাবেতও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৮১)

হযরত উসমানের যুগে পবিত্র কুরআনের উচ্চারণ ও কেরাআতের ভিন্নতা পুরো দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই বৈষম্য বা ভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বিভিন্ন কেরআতকারীকে ডেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে কেরাআত শুনেন। হযরত উবাই বিন কা'ব হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত মুয়ায বিন জাবাল প্রমুখ সবার কেরাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটি দেখে হযরত উসমান বলেন, আমি সকল মুসলমানের জন্য এক-অভিন্ন উচ্চারণের কুরআনে একত্র করতে চাই। কুরায়েশ ও আনসারদের ১২জন ছিলেন যারা পবিত্র কুরআনে পুরো ব্যুৎপত্তি রাখতেন। হযরত উসমান (রা.) তাদের স্কন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্পন করেন এবং হযরত উবাই বিন কা'বকে এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব কুরআনের বাক্য বলতেন আর হযরত যায়েদ তা লিপিবদ্ধ করতেন। বর্তমানে কুরআনের যে নুসখা বিদ্যমান রয়েছে তা হযরত উবাই বিন কা'বের কেরাতের রীতি অনুসারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

উতাই বিন জামারাহ বলেন, আমি উবাই বিন কা'বকে বললাম, আপনারা যারা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী, তাদের কি হয়েছে? আমরা দূর দূরান্ত থেকে আপনাদের কাছে এই আশায় আশি যে মহানবী (সা.) এর কিছু ঘটনা শোনাবেন বা কোন বিষয় শিখাবেন। কিন্তু আমরা যখন আপনাদের কাছে আসি তখন আপনারা আমাদের কথাকে অতি সাধারণ মনে করেন। মনে হয় যেন আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের কোন গুরুত্ব নেই । এটি শুনে হযরত উবাই বিন কা'ব বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি আগামী জুমুআ পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সেদিন এমন একটি কথা বলবো যা শুনে তুমি আমাকে হত্যা করবে নাকি জীবিত রাখবে- আমি তার কোন পরোয়া করি না। তিনি বলেন, জুমুআর দিন আমি মদীনায় গেলাম। সেখানে আমি দেখি! অলি-গলীগুলোতে মানুষের ঢল নেমেছে। আমি বললাম, এ লোকদের কী হয়েছে? তখন এক ব্যক্তি আমাকে বলে, তুমি কি এই শহরের অধিবাসী নও, তখন আমি বললাম না। এতে সে বলল, আজকে মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন সে ব্যক্তি বলে, খোদার কসম! এমন আর কোনদিন আমি দেখিনি যাতে এভাবে কোন ব্যক্তির সাত্তারী করা হয়েছে। (তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৮০)

যেমনটি এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'বের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমি এমন একটি কথা বলবো যার ফলে আমার জানা নেই যে, এতে তুমি আমার সাথে কী আচরণ করবে। বর্ণনাকারীর কথা থেকে এটিই মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমন বিষয় প্রকাশ করা থেকে বিরত রেখেছেন যা হযরত উবাই বিন কা'ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণনা করতে চাচ্ছিলেন না। তার সেই কথার অর্থ কি ছিল আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। যাহোক, সেই ব্যক্তি তার মৃত্যুর কথা শুনে বলে, আমি কখনও এমন দিন দেখিনি যাতে এভাবে কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে যেভাবে এই ব্যক্তির অর্থাৎ উবাই বিন কা'ব এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৭৯)

হযরত উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেন, আমি আট রাতে কুরআন করীম পড়ে শেষ করি। হযরত উবাই এর মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্য দেখুন! মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর স্তম্ভগুলোর মধ্য থেকে খেজুরের একটি কান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন, পরবতীতে যখন মহানবী (সা.) এর জন্য মিম্বর বানানো হলো আর তিনি (সা.) এতে বসে খুতবা দেওয়া আরম্ভ করেন তখন এই স্তম্ভ থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসল যা মসজিদে উপস্থিত সকলেই শুনেছে। মহানবী (সা.) এই স্তম্ভের কাছে আসলেন এবং এর উপর হাত রাখলেন তারপর এটিকে বুকের সাথে জড়ালেন এতে এই কান্ড সেই নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় কাঁদতে শুরু করল যাকে চেষ্টা করে শান্ত করা হয়; এক পর্যায়ে সেটি শান্ত হয় এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। পরবতীতে যখন মসজিদ ভাঙা হল এবং এতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হলো তখন হযরত উবাই বিন কা'ব সেই খেজুরকান্ডটি নিয়ে নেন এবং তা তার কাছেই ছিল শুধুমাত্র একারণে যে, রসুল করীম (সা.) এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এটি নিজের ঘরে আসেন এমনকি এটি পচতে আরম্ভ করে এবং উইপোকা তা খেয়ে ফেলে, জরাজীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তারপরও তিনি তা নিজের কাছে রাখেন; এটি মহানবীর প্রতি ভালোবাসার কারণে। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়েত এবং এর কিছু অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে।

(মুসনাদ আহমদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস-১৪০৭৫) (সহী বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২০৯৫ (সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত ওয়াসসুন্নাহ, হাদীস-১৪১৪) (সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে ছয়জন কাজী ছিলেন, তারা হলেন, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত উবাই বিন কা'ব।

(উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭০)

সামুরাহ বিন জুনদুব একজন অনেক বড় মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, তিনি নামাযে তাকবীর এবং সূরা পড়ার পর কিছুটা সময় থেমে থাকতেন। অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। এতে লোকেরা আপত্তি করে, তিনি হযরত উবাই (রা.)'র সমীপে লিখে পাঠান যে এ সম্পর্কে লিখুন যে, আসল বিষয় কি? হযরত উবাই (রা.) খুবই সংক্ষেপে উত্তর লিখে পাঠান যে, আপনার কর্মপন্থা শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ আপনি যে বিরতি দেন এতে কোন সমস্যা নেই, এটি শরীয়ত সম্মত আর আপত্তিকারীরা ভ্রান্তিতে আছে।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৪)

হযরত সোয়েইদ বিন গাফলাহ্ , যায়েদ বিন শুজআন এবং সুলায়মান বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র সাথে কোন যুদ্ধাভিযানে গিয়েছিলেন। উযায়েব নামক স্থানে একটি চাবুক পড়ে ছিল। উযায়েব বনু তামীম এর একটি উপত্যকা যা কাদসিয়াহ্ এবং মুগীসাহ্'র মধ্যখানে একটি ঝর্ণাবহুল স্থান, যেটি কাদসিয়াহ্ থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, সেখানে পড়ে থাকা চাবুকটি সোয়েইদ (রা.) তুলে নেন। (সঙ্গের) লোকেরা বলল, এটি ফেলে দাও– সম্ভবত কোন মুসলমানের হবে। তিনি বলেন, আমি কোনভাবেই এটি ফেলবো না। (এখানে) পড়ে থাকলে কোন নেকড়ে এসে এটি খেয়ে ফেলবে, তাদের গ্রাসে পরিণত হবে। আমি এটি কাজে লাগাবো, তাই ভাল হবে। এর কিছুদিন পর হযরত সোয়েইদ (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে ছিল মদিনা। তিনি হযরত উবাই (রা.)'র কাছে যান এবং চাবুক সংক্রান্ত ঘটনাটি বলেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন আমিও হয়েছিলাম, মহানবী (সা.)–এর যুগে আমি (কারো হারিয়ে যাওয়া) একশ' দীনার পেয়েছিলাম। চাবুক বা একশ' দীনার যা–ই হোক না কেন প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব মূল্য রয়েছে, তা আমানতই বটে। এবার মহানবী (সা.) যা বলেছিলেন তা শুনুন! হযরত উবাই (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, বছরব্যাপী লোকদের বলতে থাক বা জানাতে থাক, ঘোষণা করতে থাক। বছরান্তে বলেন, টাকার পরিমান ও চিহ্ন ইত্যাদি স্মরণ রেখ এবং আরো এক বছর অপেক্ষা করো। কেউ যদি চিহ্ন অনুযায়ী দাবী করে তাহলে তাকে ফেরত দিও নতুবা এটি তোমার হয়ে যাবে।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

অর্থাৎ, (কারো হারানো) কোন কিছু পেলে পুরো দু'বছর অর্থাৎ একবছর ঘোষণা দিতে থাকবে আর পরের বছর পর্যন্ত এর বিভিন্ন চিহ্ন স্মরণ রাখবে, আর (এর মধ্যে) কেউ দাবী করলে তাকে দিয়ে দিবে। কোন হারানো বস্তু সম্পর্কে এক ব্যক্তি মসজিদে চিৎকার করছিল, ঘোষণা দিচ্ছিল যে, আমার অমুক জিনিষ হারিয়ে গেছে। এটি দেখে হযরত উবাই (রা.) রাগান্বিত হয়। তখন সেই ব্যক্তি বলে, মসজিদে আমি কোন অশ্লীল কথা তো বলিনি। তিনি বলেন, একথা ঠিক; কিন্তু মসজিদে কোন হারানো বস্তুর ঘোষণা করাও মসজিদের শিষ্টাচার বহির্ভূত।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

হযরত উবাই (রা.)'র মৃত্যু–সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে বাইশ হিজরীতে হযরত উবাই (রা.)'র মৃত্যু হয়। যদিও অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে ত্রিশ হিজরীতে (তার) মৃত্যু হয়; এটিই অধিক নির্ভরযোগ্য কেননা, হযরত উসমান (রা.) কুরআন সংকলনের দায়িত্ব হযরত উবাই (রা.)'র প্রতি অর্পণ করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮১) (আল আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫–৩৬, মাকতাবা দারুল ফিকর, বেইরুত, ২০০১সাল)

হযরত উবাই (রা.)'র সন্তানদের মধ্যে ছিলেন, তোফায়েল এবং মুহাম্মদ আর এই সন্তানদের মায়ের নাম ছিল, উম্মে তোফায়েল বিনতে তোফায়েল। তিনি দওস গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত উবাই (রা.)'র এক কন্যার নাম উম্মে আমর বর্ণিত হয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

এরই মাধ্যমে তাঁর ঘটনাবলী শেষ হচ্ছে।

****

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২০ বাতিল করা হয়েছে

সমস্ত পদাধিকারী এবং জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসা যা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। দেশে বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধকে দৃষ্টিপটে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম এর ব্যাখ্যায় হযরত মসুলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

'এই আয়াতে এমন উচ্চাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ দোয়া শেখানো হয়েছে যার তুলনা পাওয়া যায় না। এই দোয়া কোনও বিশেষ বিষয়ের জন্য নয়, বরং প্রত্যেক ছোট–বড় চাহিদা সম্পর্কে আর ধর্মীয় ও জাগতিক প্রত্যেক কাজের সম্পর্কে এই দোয়া থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। জাগতিক হোক বা ধর্মীয়, প্রত্যেক কাজ পূর্ণ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে। যদি সেই পন্থা অবলম্বন করা হয় তবে সফলতা আসবে, অন্যথায় নয়। আবার অনেক সময় একটি কাজ করার জন্য একাধিক উপায় দেখতে পাই, যেগুলির মধ্যে কতক বৈধ আর কতক অবৈধ হয়ে থাকে। যেগুলি বৈধ পন্থা সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি খুব শীঘ্রই গন্তব্যে পৌঁছে দেয় আর কিছু পথ বিলম্বে পৌছায়। এহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম–এর দোয়ায় আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া চাইতে থাকি যে, তিনি যেন আমাদেরকে সেই পন্থার দিকে পথপ্রদর্শন করেন, যেটি সৎ পথ এবং যে পথে চলে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হব এবং সেই সফলতা শীঘ্রই অর্জিত হবে। কেমন সহজ এবং পরিপূর্ণ দোয়া আর এর ব্যাপকতা কতটা! জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য আছে যা সম্পর্কে আমরা এই দোয়াটি প্রয়োগ করতে পারব না? আর যে ব্যক্তি এই দোয়া চাইতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে কোন্ কোন্ উপায়ে নিজের পরিশ্রমকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করবে না? কেনন যে ব্যক্তিকে সর্বক্ষণ একথা স্মরণ করানো হয় যে প্রত্যেক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভাল বা সৎ পন্থাও রয়েছে আর অসৎ পন্থাও রয়েছে আর সব সময় সৎ পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত, আর সৎ পথের মধ্যেও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত যেটি সব থেকে নিকটের বা অপেক্ষাকৃত সহজ, সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক কিভাবে এই শিক্ষাকে নিজের মধ্যে আত্মভূত করবে?

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।" (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

এরপর ১১ ও ১২ পাতায়

করেছে যে তাদের পার্লামেন্টের ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ সমকামী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাদের মনঃস্তাত্ত্বিক বা প্রকৃতিগত কোনও সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা বা বিতর্কের আয়োজন করা পার্লামেন্টের কাজ নয়। অনুরূপভাবে মহিলারা পর্দা করবে কি না, মসজিদের মিনার রাখা হবে কি না, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর পার্লামেন্টের কাজ নয়। প্রত্যেক জাতি, এবং ধমের কিছু নিজস্ব ঐতিহ্য ও রীতি রয়েছে, যেগুলির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যারা সমকামিতায় ভুগছে, তাদের বিষয়টি নিয়ে পার্লামেন্টে প্রকাশ্য আলোচনা করার প্রয়োজন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আয়ারল্যাণ্ডে যে গণভোট হয়েছে, সেখানে আইরিশ আহমদীরা এর বিরুদ্ধে ভোটদান করেছে। আইরিশ আহমদীরা সেখানে নাগরিক হিসেবে বাস করছে, তাই তারা নিজেদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভূমিকা দিয়ে এমন সব আইনের বিরুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মতে এই আইন দেশকে নষ্ট করে দিবে। এই আইনের দ্বারা এরা নিজেদের অশুভ পরিণাম ডেকে আনছে।

প্রশ্ন করা হয় যে আহমদী কারা?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে ইমাম মাহদী তথা প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে। তিনি (সা.) ইমাম মাহদীর লক্ষণাবলীও বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছেন আর যে নিদর্শনাবলী ও লক্ষণাবলী তিনি বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলি সবই পূর্ণ হয়েছে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সূচনা করেন আর আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদা, এক কুরআনের উপর ঈমান রাখি আর হুযুর (সা.)কে 'খাতামান্নাবীঈন' হিসেবে মান্য করি। আঁ হযরত (সা.)-এর পর নতুন শরীয়তধারী কোনও নবী আসতে পারে না, তবে প্রতিচ্ছায়া নবী আসতে পারে।

যতদূর অন্যান্য মুসলমানদের প্রসঙ্গ, তাদের বিশ্বাস, মসীহ (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন আর এখনও তারা মসীহ্‌র আকাশ থেকে নেমে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে অথচ আজ পঞ্চদশ শতাব্দী এসে গেছে। অতএব আহমদীরা হল প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্যকারী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক মুসলমানই আহমদী। আঁ হযরত (সা.) এর নাম মহম্মদ ও আহমদ উভয়ই। আমরা আহমদী নাম রেখেছি যাতে আমরা নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত হই। হাম্বলী, শাফি, হানাফী এবং মালিকি ইত্যাদি নাম আমরা রাখি নি।

এছাড়াও কুরআন করীম ঘোষণা দেয় যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.)ও মুসলমান ছিলেন। যে ব্যক্তিই নিজের ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ করে, এর শিক্ষা মেনে চলে, সে মুসলমান।

এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, আপনি কি পৃথিবীর ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন? আপনি পোপ এবং দালাইলামার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন:আমি তো সাক্ষাতের সুযোগ পাই নি। ১৯২৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা যখন ইউরোপ সফরে এসেছিলেন, তখন তিনি ইতালি এসেছিলেন এবং সেখানে পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। কিন্তু পোপ অজুহাত দেখান যে নির্মাণ কার্য চলছে, তাই সাক্ষাত করা মুশকিল। সাক্ষাত সম্ভব নয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক সাংবাদিক ইতালির একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, যেহেতু পোপ আহমদী মুসলিম নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান না, তাই তার প্রাসাদ কখনও সম্পূর্ণ হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলন লন্ডনের গিল্ড হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। খৃষ্টান, ক্যাথলিক চার্চ, ইজরাইল থেকেও এসেছিলেন, দরুয জাতির প্রতিনিধিও এসেছিলেন। অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। দালাই লামার বার্তা পঠিত হয়েছিল।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানীর কেন্দ্রীয় দপ্তর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আ.) এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

আল হামদোলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'লা মজলিস আনসারুল্লাহ্ জার্মানী এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্‌কে এক সুবিশাল ভবন ক্রয় করার তৌফিক দান করেছেন, যার নাম আমি বায়তুল আফিয়াত রেখেছিলাম, এজন্য যে, বর্তমানে প্রায় এই আপত্তি তোলা হয় যে, মুসলমানেরা হয়তো উগ্রপন্থার শিক্ষা দেয় এবং উগ্রপন্থা অবলম্বন করে। যদিও অন্যান্য দেশের মত জার্মানীতেও জামাত আহমদীয়ার ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল। জনমানসে এ সম্পর্কে সুধারণা রয়েছে। প্রশাসনিক মহলেও এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে যে এরা একটি শান্তিপ্রিয় জামাত। কিন্তু যাইহোক এর বহিঃপ্রকাশও মাঝেমধ্যে হওয়া উচিত আর এটি স্থায়ী বহিঃপ্রকাশ। জগতবাসী জানুক যে এখন জামাত আহমদীয়ার অঙ্গ সংগঠনগুলির অধীনে এখানে যে ভবন ব্যবহৃত হতে চলেছে, সেটি কোনও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে নয়, বরং আমরা নিরাপত্তার দুর্গ হওয়ার লক্ষ্যে এখানে পা রেখেছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথাই বলেছিলেন যে, তিনি এ যুগের দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার দুর্গ হওয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছেন। তিনি নিজের কবিতায় বলেছেন-

'হ্যাঁ দরিন্দে হর তরফ, মেঁ আফিয়াত কা হুঁ হিসার- অর্থাৎ চতুর্দিকে হিংস্র পশু, আমি হলাম নিরাপত্তার দুর্গ।'

এটি যে নিরাপত্তার দুর্গ তার বহিঃপ্রকাশ সর্বত্র প্রত্যেক আহমদীর পক্ষ থেকে হওয়া উচিত আর আনসারুল্লাহ্‌র বয়স এমন এক বয়স যেখানে তাদের পরিণত চিন্তাধারা একদিকে যেমন অ-আহমদীদের মধ্যে এবিষয়টি আরও বেশি বদ্ধমূল করে তুলতে সহায়ক হয় যে জামাত আহমদীয়া এমন একটি সম্প্রদায় যা ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে কেবল শান্তি, ভালবাসা এবং নিরাপত্তার শিক্ষাই দেয় না, বরং পৃথিবীকে এর মধ্যে আলিঙ্গনবদ্ধ করে রাখে আর এই বহিঃপ্রকাশের সময় প্রত্যেক বার নিজেদের প্রতিটি কর্ম দ্বারা একথা প্রমাণ করে যে জামাত আহমদীয়া এমন এক আশ্রয়স্থল যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে।

আনসারুল্লাহ্ প্রথমত বাহ্যিকভাবে একথা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের পরিবারেও আপনাদের এমন এক ভাবমূর্তি তৈরী হওয়া উচিত আর আপনাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনেরাও যেন এই বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে তাদের তত্ত্বাবধায়ক, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের 'কাউয়ামুন' বানিয়েছেন, তিনি কেবল আমাদের বাহ্যিক চাহিদাবলীই পূর্ণ করেন না, বরং যাবতীয় প্রকারের নিরাপত্তা আমরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করি। তিনি আমাদের ভাবাবেগের প্রতিও যত্নবান, আমাদের পরিবারে সুখ-শান্তির বিষয়েও সজাগ এবং সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়েও যত্নশীল।

অনুরূপভাবে লাজনা ইমাউল্লাহ্‌কেও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সব দেশে বাস করতে গিয়ে অনেকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই যে স্বাধীনতা রয়েছে, এটিই হয়তো পৃথিবীর উন্নতির কারণ। এটি অনুচিত প্রকারের স্বাধীনতা। ইসলাম অবশ্যই স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু সেই স্বাধীনতা যা খোদার তা'লার বিধি নিষেধের মধ্যে থেকে বজায় থাকে। আর প্রত্যেক লাজনা সদস্য এবং পনেরোর্ধ্ব প্রত্যেক বালিকা যারা লাজনার সদস্যে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্যে এই অনুভূতি থাকা উচিত যে,আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলার মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তা, প্রকৃত আশ্রয়স্থল নিহিত। জাগতিক চাকচিক্য এবং স্বাধীনতা দেখে তাদেরকে অনুসরণ করতে যেও না।

তাই এই ভবনে এখন আপনাদের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখানে আপনারা যখন পরিকল্পনা করবেন, বৈঠক করবেন,তখন সব সময় একথা মাথায় রাখবেন আর এখানে আসা প্রত্যেক সদস্যের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাকে নিজের প্রত্যেক কর্ম দ্বারা একথার বহিঃপ্রকাশ করতে হবে যে, জামাত আহমদীয়ার ঘর-সংসারেও সুখ-শান্তি রয়েছে আর জামাতের পরিবেশে এবং বাইরেও সুখ-শান্তি আছে আর আমরা ইসলামি শিক্ষা মেনে চলি।

আর যখনই একটি নতুন ভবন ক্রয় করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর এই ইলহামের বহিঃপ্রকাশও হতে দেখি যা আল্লাহ্ তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- 'ওয়াসসে মাকানাকা'। অর্থাৎ তোমর গৃহের সম্প্রসারণ কর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের চাহিদাবলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথায় সেই কাদিয়ান ছিল, আর কোথায় জার্মানী এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ যেখানে প্রতিদিন 'গৃহ-সম্প্রসারণ'-এর এক নতুন দিক আমরা প্রত্যক্ষ করি।

অতএব একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে একথা বলেছিলেন যে, 'ওয়াসসে মাকানিকা', সেই সময় কোনও উপায় বা উপকরণ ছিল না। কিন্তু কেবল এই নির্দেশই ছিল না, বরং সঙ্গে এক ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। তাঁর সেই নিঃস্ব অবস্থায় যখন 'ওয়াসসে মাকানিকা' ইলহাম হয়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই সময় গৃহ-সম্প্রসারনের জন্য তাঁর কাছে কোনও অর্থকড়ি ছিল না। তিনি একব্যক্তিকে পাঁচ টাকা হাতে দিয়ে বাটালা পাঠান কিছু কাঠ, খুঁটি কিনে আনার জন্য যাতে আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম পূর্ণ করার জন্য কুঁড়ে ঘর তৈরী করতে পারেন।

আজ সেই কুঁড়ে ঘর পৃথিবীর ২০৬টি দেশে প্রসার লাভ করেছে। আর সেগুলি এখন আর কুঁড়ে ঘর নেই, বরং কংক্রীটের মজবুত অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। কাজেই এটি আল্লাহ্ তা'লার কেবল একটি আদেশ ছিল না, বরং একটি ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যা প্রত্যেক নতুন ভবনে নবরূপে পূর্ণ হতে দেখি। অতএব এদিক থেকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সদস্য সংখ্যায় ব্যপকতা দান করছেন, অনুরূপভাবে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে গৃহ-সম্প্রসারণও করছেন।কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভাবের একটি উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিকতার উন্নতিও ছিল। এক্ষেত্রেও প্রত্যেক লাজনা সদস্যকে এবং প্রত্যেক নাসির ও খাদিম সদস্যকে এবং জামাতের সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে। নিজেদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রয়োজন আছ, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক আগের থেকে বেশি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। তখনই আমরা আমরা সঠিক অর্থে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হব। আর যতদূর আনসারুল্লাহ্ সম্পর্ক, তবেই তারা নিজেদেরকে আনসার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন আর অনুরূপে লাজনারাও নিজেদেরকে আল্লাহ্র দাসী বা ইমাউল্লাহ্ হিসেবে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। আর তারা আল্লাহ্র আদেশাবলী মান্যকারী এবং তাঁর বার্তার প্রচারক হয়ে উঠবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন যেন, যে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা জামাতের সামনে রয়েছে, আমরা তা সর্বাবস্থায় প্রসার করব এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে পুরস্কার রাজি দান করছেন, সেগুলির সঠিক অর্থে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। এখন দোয়া করুন।

জার্মানীর হানাও শহরে বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর ভাষণ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ,তাউউ এবং তাসমিয়া পাঠের পর বলেন:

সমস্ত অতিথিবর্গকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সব সময় শান্তি ও নিরাপত্তায় রাখুন। এরপর আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা সময় বের করে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন। আর এই মুহূর্তে যত সংখ্যক অতিথিদের আমি দেখতে পাচ্ছি, যাদের অধিকাংশ আহমদী নন, এটি এর বিষয়ের প্রমাণ যে, এখানকার অধিবাসীরা উদার মনের আর তারা জানতে উৎসুক যে তাদের প্রতিবেশীতে কারা বসবাস করছে। আর এটিই আপনাদের উদার হওয়ার প্রমাণ যে, তারা এখানে এসেছেন আর এই মসজিদ উদ্বোবন অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করছেন।

মসজিদ উদ্বোধন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন মানুষদের যোগদান করা,যাদের সঙ্গে সেই ধর্মের কোনও যোগ নেই, আমার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আ এটি এবিষয়ের প্রমাণ যে, আপনারা চান এই শহরের মানুষ পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করুক। এই কারণে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং সমস্ত বক্তা যারা এখানে নিজেদের বক্তব্য রাখলেন, তারা অকপটে নিজেদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। আর তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্য। আর এটি ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্যও বটে। কেননা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা মানুষের প্রতি কতৃজ্ঞ না হও, তবে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নও। অতএব যারা এই কারণে একটি মসজিদ নির্মাণ করছে যে তারা এখানে খোদা তা'লার ইবাদত করবে এবং সেই ইবাদতের সঙ্গে তারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবে, তারা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন না করে, তাঁর রসূলের নির্দেশ অমান্য করে তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকবে, যারা তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, মিলেমিশে থাকে। অতএব আমার এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমার ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের এখানকার ন্যাশনাল আমীর সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করার সময় এবং এই শহরের পরিচিতি তুলে ধরার সময় বলেনছেন যে এই শহর জ্ঞানের জগতের বহু তারকা ও সাহিত্যিক জন্ম দিয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর আরও অনেকেও এসেছেন। শহরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এটিও হয়ে থাকে যে শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এই জন্য কোনও শহরকে খারাপ বলা যেতে পারে না যে সেখানকার কিছু মানুষ চরমপন্থী বা কোনও শহরের কিছু মানুষ সৎ প্রকৃতির- কেবল এতটুকুই কোনও শহরের বৈশিষ্ট হতে পারে না। বরং শহর হল বিভিন্ন প্রকার মানুষের সমষ্টি। আর যখন সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সৎপ্রকৃতির হয় যারা স্নেহ ও ভালবাসা নিয়ে বাস করে, তখন সেটিই হয়ে ওঠে সব থেকে বড় গুণ। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও এই শহর অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, এখানকার অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী।

এই মসজিদের জায়গা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে একটি সুপার মার্কেট ছিল। সুপারমার্কেটে মানুষ সাধারণত নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী , কেনাকাটা এবং বিভিন্ন চাহিদাবলী পুরণ করার জন্য যায় আর সেখানে তারা অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু এই সুপার মার্কেটকে এখন যেহেতু মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তাই এখানে জাগতিক ও সাংসারিক বস্তু ও সামগ্রী পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু এটিকে যে একটি খোদার ঘর বানানো হয়েছে, সেই খোদার ঘর, যিনি বলেছেন,'আমার ইবাদতও কর আর উচ্চ নৈতিকতা এবং চারিত্রিক গুণাবলীও প্রদর্শন কর, নিজের প্রতিবেশীর ন্যায্য অধিকারও প্রদান করা আর শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশও বজায় রাখ। অতএব এই জায়গাটি শহরের মানুষের জন্য, এখানকার বাসিন্দাদের জন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করবে। আর এই জিনিসগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে। আর ইনশাআল্লাহ্ এখানে যাতায়াতকারী, এখানে বসবাসকারী আহমদী, এই মসজিদের শ্রীবৃদ্ধিকারী আহমদীরা উচ্চ নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হবে। প্রত্যেক আহমদীকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মসজিদ নির্মাণের পর তাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়, কেননা তাদেরকে মসজিদের অধিকার প্রদান করতে হবে। কাজেই এই মসজিদে এসে কেবল এক খোদার ইবাদত করাই যথেষ্ট নয়,বরং উচ্চ নৈতিক ও চারিত্রক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হওয়াও আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজ প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করাও আবশ্যক। ভালবাসার পরিবেশকে পূর্বাপেক্ষা উন্নত করার প্রয়োজন আছে আর এখানে আগমণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনা তৈরী করা দরকার যে খোদার নামে আমরা যে ঘর তৈরী করেছি, সেটি কেবল ইবাদত করার ঘর নয়। বরং এখান থেকে ভালবাসা ও সম্প্রীতির বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছবে।

ভালবাসার উপহার আপনাদেরকে দেওয়া হবে। আর এটিই সেই বাস্তবতা যা মসজিদের হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আহমদী মুসলমান। এই জন্য আহমদী মুসলমান বলি যে, এই মুহূর্তে মুসলমানদের মধ্যে অনেক শ্রেণী এমন আছে যাদেরকে উগ্রপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। বা এমনও আছে যাদের দ্বারা কিছু কিছু এমন কর্মকাণ্ড হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু জামাত আহমদীয়া সেই জামাত যা এই যুগে সেই মসীহ ও মাহদীকে মান্য করেছে, যিনি এসে আমাদেরকে বলেছেন যে ইসলাম ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। তিনি বলেছেন, তোমরা সেই খোদায় বিশ্বাসী, সেই খোদার ইবাদত কর, যিনি কুরআন করীমের প্রথম সূরাতেই এই আদেশ দিয়েছেন যে তিনি রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ব-জগতের প্রভুপ্রতিপালক। তিনি কেবল মুসলমানদের প্রতিপালক নন, মুসলমানদের খোদা নন, খৃষ্টানদেরও রব্ব, ইহুদীদেরও রব্ব অনুরূপে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও রব্ব। এমনকি তিনি সমগ্র মানবজাতি ও সৃষ্টিজগতের রব্ব। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা রবুবিয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়, খোদা তা'লা সকলের পালনকর্তা। সকলের জীবনোপকরণ তিনিই সৃষ্টিকারী এবং সকলকে জীবন দানকারী।

অতএব আমরা যখন সেই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 19 Nov, 2020 Issue No.47

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খোদার ইবাদত করি যিনি সকলের পালনকর্তা, তখন একজন প্রকৃত আহমদী মুসলমানের বিশেষত্ব তখনই প্রকাশ পাবে যখন সে আল্লাহ্ তা'লার সেই গুণের উপর আমল করার মাধ্যমে নিজের প্রতিবেশীদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরী করতে পারবে যে তার দ্বারা কোনও ক্ষতি সাধিত হবে না। বরং যদি কোনও সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে সে প্রস্তুত আছে, সে যাবতীয় প্রকারের সেবার জন্যও তৎপর থাকবে। যেভাবে তাদের প্রতিপালন করা খোদার কাজ, অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে যদি শক্তি থাকে তবে তারা এই কাজের জন্যও প্রস্তুত থাকবে, এমনকি প্রত্যেক অনাথ, ব্যধিগ্রস্ত, অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে।

কাজেই আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লাকে রাব্বুল আলামীন হিসেবে স্মরণ করি আর আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন যে তাঁকে মান্যকারীদের তাঁর গুণাবলী অবলম্বন করতে হবে, তবে এই গুণও ধারণ করা উচিত আর একমাত্রই তখনই আমরা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হব। আল্লাহ্ তা'লার নবী তথা ইসলামের প্রবর্তক আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার উপদেশ দান করেছেন। তিনি(সা.) নবুয়ওতের দাবির পূর্বে মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন। কিছু সৎপ্রকৃতির ও সামর্থবান ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসেন মানবতার সেবা করতে, যারা তারা তাদের অভাব ও দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারে। আঁ হযরত (সা.) এই সংগঠনে সামিল হয়েছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লা যখন আঁ হযরত (সা.) কে নবুয়তের মর্যাদায় সমাসীন করলেন, সেই সময় তিনি পূর্বাপেক্ষা বেশি মানবতার সেবক হয়ে ওঠেন। তা সত্ত্বেও একবার তিনি বলেছিলেন, 'যদিও আমি নবী আর আমার অনুসারীরা মানবতার সেবা করছে, কিন্তু প্রাক-ইসলাম যুগে যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আজও অমুসলিমরা সামিল রয়েছে, তারা যদিও অমুসলিম, কিন্তু যদি তারা আমাকে সেই সংগঠনে অংশগ্রহণ করে মানবতার সেবার প্রতি আহ্বান করে, তবে আমি সানন্দ চিত্তে তাতে যোগ দিব এবং তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানবতার সেবা করব। এটিই একজন প্রকৃত মুসলমান তথা আহমদী মুসলমানের মর্যাদা যে কিভাবে সে মানবতার সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি আল্লাহ্ ত'লা কয়েকটি স্থানে এও বলেছেন, 'তোমাদের ইবাদত অনেক সময় মানবসেবার তুলনায় কোনও মূল্য রাখে না বা অনেক সময় তোমাদের ইবাদত মানবতা সেবার তুলনায় কম গুরুত্ব রাখে। বা অনেক সময় তোমাদেরকে যদি মানবতার সেবার জন্য আহ্বান করা হয় বা কোনও ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য ডাকা হয় তবে তোমরা ইবাদত রেখে প্রথমে নিজ ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূর কর। অতএব এটিই হল একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য শিক্ষা, যে মসজিদে ইবাদতের জন্য আসে আর এই শিক্ষা তাকে দেওয়া হয়েছে আমল করার জন্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়র সাহেব এখানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। কেননা, তিনি, এখানকার কাউন্সিলর এবং রাজনীতিকগণ এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আর কেবল প্রশাসনের সাহায্যেই মসজিদ তৈরী হতে পারত না,যতক্ষণ আমাদের প্রতিবেশী এবং এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা এতে সামিল না হত। তাই আমি একারণেও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাদের মসজিদ নির্মাণে, এর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন আর আহমদী মুসলমানদের একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন, এইজন্য যাতে তারা খোদার ইবাদত করতে পারে। এবং এখানে একত্রিত হয়ে মানবতার সেবার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, এখানকার নাগরিকদের সেবাকল্পে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে এবং নাগরিকদেরকে এখানে এসে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করার জায়গা দিতে পারে।

আমাদের মসজিদ তো সকলের জন্য খোলা থাকে। এই কারণে অনেক স্থানে মাল্টিপারপাজ হলঘরও তৈরী করা হয়ে থাকে, যাতে যদি কোনও অনুষ্ঠান করতে হয়, অমুসলিমারাও যদি আসে, তবে তারা যেন সেখানে নির্বিঘ্নে করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়র সাহেব খুব ভাল একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবী একত্রিত হচ্ছে। একথাটি আমি প্রায় স্থানে বলে থাকি। সেই যুগ এখন অতীত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে দূরত্ব ছিল। এখন দূরত্ব সংকুচিত হয়েছে। যাত্রাপথের দূরত্বও সংকুচিত হয়েছে। মাসের পর মাসের সফর কয়েক ঘন্টায় করা যাচ্ছে। অপরদিকে যোগাযোগের দূরত্ব ঘুঁচেছে, যেখানে যোগাযোগ করতে কয়েক মাস লেগে যেত, এখন তা কয়েক সেকেন্ডে সম্ভব হয়। এমনকি সেকেন্ডেরও কম সময়ে হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গা থেকে অন্যত্র কয়েক সেকেন্ডে সংবাদ পোঁছে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জগতবাসী পরস্পরের বিষয়ে জানতে পারছে, পরস্পরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২০৬টি দেশে এখন আমাদের উপস্থিতি আছে। এখানে এই শহরে যা কিছু হচ্ছে, তা কয়েক সেকেন্ডে, বা এর কিছুটা সময় পর এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে সারা পৃথিবীর আহমদীরা জানতে পেরে যাবে। কেবল আহমদীরাই নয়, এমনকি তাদের সঙ্গে পরিচিত লোকেরাও জেনে যাবে। অনেক স্থানে এমনও হয় যে সেখানকার স্থানীয় টিভি ও রেডিও চ্যানেল সংবাদ প্রচার করে। আর জেনে গেলে হয়তো তারাও সংবাদ প্রকাশ করবে। কাজেই দূরত্ব এতটাই সংকুচিত হয়ে পড়ছে যে, নব্বই হাজার জনসংখ্যার একটি শহরে হওয়া একটি অনুষ্ঠানের সংবাদ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে পোঁছে যাচ্ছে। তাই দূরত্ব সংকুচিত হওয়ার এর থেকে বেশি আর কি প্রমাণ হতে পারে?

এই ছোট্ট শহরে, যার জনসংখ্যা নব্বই হাজার, এখানে ১২৭টি জাতির মানুষ সম্প্রীতিপূর্ণ এক পরিবেশে বাস করে যা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছি। জাতি ও বর্ণের এই ভিন্নতা থেকেই জানা যায় যে এই শহরের মানুষের মধ্যে শুধু যে উদার হওয়ার যোগ্যতা আছে তা নয়, বরং বাস্তবের মাটিতে এর বহিঃপ্রকাশও ঘটে। এটি এই শহরের বাসিন্দাদের অনেক বড় গুণ। আর আমি প্রার্থনা করি এই গুণ চিরকাল তাঁদের মধ্যে বজায় থাকুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে তাঁর নিজের গুণ ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একে অপরকে ভালবাস। তিনি স্নেহ ও ভালবাসা মানবপ্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন। কিন্তু অনেক সময় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই ধরণের মানুষকে এড়িয়ে চলা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ। যতদূর জামাত আহমদীয়ার সম্পর্ক, যদি আমাদের মধ্যে কেউ বিশৃঙ্খলা তৈরীর চেষ্টা করেও থাকে, কেউ যদি একথা বলার চেষ্টা করে যে অমুক ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে বলছে বা অমুকে বলছে না, সেক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে আইনানুনাগভাবে অবশ্যই আমরা তার উত্তর দিই। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পরিবেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করি না। আমার ধারণা, আপনারা এর নমুনা এখানকার জামাতে নিশ্চয় দেখেছেন। এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে এই নমুনার বহিঃপ্রকাশ আরও বেশি করে দেখতে পাবেন।ইনশাআল্লাহ্।

আমি এখানকার অতিথি ও নাগরিকবৃন্দের কাছে আবেদন করব, এই ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্যকে সব সময় অক্ষুন্ন রাখবেন। কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে আমরা সম্মিলিতভাবে তা দূর করব। এ বিষয়ে জামাত আহমদীয়া প্রতি পদে আপনাদের সঙ্গে থাকবে। বরং আপনাদের থেকে এগিয়েই থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir